সাধারন চিকিৎসা:

* বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।
* ভয় পাবেন না। সাহস করে মোকাবেলা করবেন।
* কতটুকু সময় ধরে খিঁচুনি হয়, তা লক্ষ্য করুন।
* দাঁত কপাটি লেগে গেলে রুমাল পেচিঁয়ে বা ছোট চামচ দুই দাঁতের পাঁটির মাঝে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এতে বাচ্চার শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন বাচ্চা আপনার আঙ্গুলে কামড় না দেয়।
* বাচ্চাকে বিছানায় বা নরম স্থানে কাত করে শুঁইয়ে দিবেন। বাচ্চার মাথার নিচে বালিশ দিতে পারেন। এতে তাদের শ্বাসনালী পরিস্কার থাকে ও মুখের ভিতরে বমি চলে যাবার সম্ভাবনা থাকে না।
* বমি করলে সাধারণ পানি দিয়ে তার মুখ পরিস্কার করে দিন।
* জ্বর কমানোর সাধারণ চিকিৎসা করতে হবে। জ্বর যাতে ১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঘরের দরজা জানালা খুলে দিন। কাপড় আলগা করে দিন। প্রয়োজনে প্যারাসিটামল সিরাপ ভরাপেটে নিদির্ষ্ট মাত্রায় দেয়া যেতে পারে যেন জ্বর কমে যায়। জ্বর বেশী হলে বাচ্চাদের জন্য সমস্যা হতে পারে।
* বাচ্চাদের তীব্র জ্বরজনিত খিঁচুনি রোগে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক মুখে বা পায়ুপথে ডায়াজিপাম ট্যাবলেট গুড়া করে বা সাপোজিটোরি ব্যবহৃত হয়।
* এরপর প্রয়োজনে এমবিবিএস ডাক্তার বা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখাতে হবে।

ডাক্তারের কাছে কখন যাবেন ?

* বাচ্চার খিঁচুনি ৫ মিনিটের বেশী হলে।
* পানিতে খিঁচুনি হলে বা শ্বাস-প্রশ্বাসের বেশী অসুবিধা হলে।
* মাথায় আঘাত পেলে।
* খিঁচুনির পর পর বাচ্চার শ্বাস স্বাভাবিক না হলে বা ঠোঁটের চারপাশে নীল বর্ণ ধারন করলে।
* আপনি যদি নিশ্চিন্ত না হন যে, আপনার সন্তান ভালো নেই।

জটিলতা:

বাচ্চাদের তীব্র জ্বরজনিত জটিল খিঁচুনির কারণে মৃগী রোগ (Epilepsy) হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চারা হঠাৎ অজানা কারণে (Sudden unexplained death in childhood (SUDC) মারা যেতে পারে। এটি বাচ্চাদের জন্য খুব কম পরিমানে হয়ে থাকে। ১,০০.০০০ বাচ্চাদের মধ্যে ১টি বাচ্চার SUDC হতে পারে।

- ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও
এমবিবিএস (ঢাকা), এফসিজিপি(মেডিসিন)
সিসিডি (বাডাস - ইউ.কে), পিজিটি (শিশু)
ফেলো আরএসএইচ (লন্ডন), এমপিএইচ (মা ও শিশু)
ট্রপিক্যাল মেডিসিনে উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (থাইল্যান্ড)
কনসালটেন্ট - ফ্যামিলি মেডিসিন ও ডায়াবেটলজিস্ট
মোবাইল: ০১৯১৪ ৩৮৯৫৯০
ই.মেইল: dredpalroz@gmail.com